OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 47 - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

কবিতার দৃশ্যরূপ ও ‘জ্ঞানগঠন প্রক্রিয়া’ : একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

চৈতালি ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং
Email ID: ghoshc461@gmail.com
0009-0002-0797-5209

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Poetry, Visual Form, Cognition, Schema, Assimilation, Accommodation, Cognitive Dissonance, Metacognition.

Abstract
In their role as both creators and artists, poets have long used subject matter and style to evoke joy in the hearts of their readers. A unique group of poets, however, took this a step further by using the ‘physical’ and ‘visual form’ of their work to simultaneously captivate the eyes and hearts of their readers. By arranging lines and stanzas in a specific way, they created a visual form that often served as a physical representation of the poem’s abstract ideas. Furthermore, some poems use a distinct ‘typographic style’ to create a picture of a physical object. This kind of poetry where the visual form is paramount, has a rich history in the literature of various languages and has consistently drawn the attention of readers. This paper explores how this visual poetry impacts the reader’s mind, and it psychologically analysis the relationship between this poetic form and how we organize knowledge.

Discussion

শিল্পীরা রঙ, তুলির টানে ক্যানভাসে বিচিত্র সব ছবি ফুটিয়ে তোলেন। কবিরাও ছবি আঁকেন, তবে তা শব্দ দিয়ে। শব্দের পাশাপাশি অবস্থানে নির্মিত হয় কবিতার একটি শরীরী রূপ। কবিতার এই বাহ্যিক বা শরীরী রূপকেই আমরা বলতে চাইছি কবিতার দৃশ্যরূপ। M.H. Abrams ‘A Glossary of Literary Terms’ গ্রন্থে এই ধরনের কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছেন-

> “The practice of such poetry varies widely, but the common feature is the use of a radically reduced language, typed or printed in such a way as to force the visible text on the reader’s attention as a physical object and not simply as a transparent carrier of its meanings.”[১]

এই ধরনের কবিতার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি আরও জানিয়েছেন-(সকল দৃশ্যকবিতাকেই এই নিয়মে পড়া যাবে না)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- দৃশ্যকবিতাগুলি সাধারণত আকারে হবে সংক্ষিপ্ত।
- স্বল্প ভাষা ব্যবহার এই ধরনের কবিতার বৈশিষ্ট্য।
- টাইপের মাধ্যমে কবিতাগুলিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুর বা কখনো কখনো জ্যামিতিক কোনো আকারের রূপ প্রদান করা হয়।
- প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের ফন্ট বা আকার, বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে এই ধরনের কবিতা লেখা হয় যা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।[২]

দৃশ্যকবিতা (Visual Poetry) মূলত দেখার জন্যই তৈরি হয়। এটি একই সঙ্গে ছবি ও শব্দ উভয়কে ধারণ করে ছবি ও কবিতার মধ্যেকার সীমারেখাকে মুছে দেয়। এই ধরনের কবিতায় অন্তর্গত শব্দগুলি কেবল অর্থগত দিকটিকেই তুলে ধরে না, পাশাপাশি দৃশ্যগত উপস্থাপনা সৃষ্টি করতে গিয়ে কবিতাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ (form) বা আকারও (shape) প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচক পশুপতি শাশমলের 'কবিতার দৃশ্য রূপ : তত্ত্বে ও প্রয়োগে' প্রবন্ধের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য -

> "এ ক্ষেত্রে কবিতার সমস্ত ছত্র বা স্তবককে এমন কৌশলে দক্ষতায় বিন্যাস করা হত যাতে সব কিছু সমগ্রভাবে লাভ করত একটা দৃশ্য রূপ (visual form)-গাছ পাতা ফুল বা ফলের, প্রাণী বা অপ্রাণীর, চেতন বা জড় পদার্থের, কিংবা সেই রূপের আভাসময় কোনো অস্তিত্বের, অথবা তাকে ঘিরে কোনো অভিজ্ঞতার, তাকে নিয়ে কোনো সংস্কারের। সাধারণত রূপায়ণে প্রাধান্য পেত পদার্থের আকার বা গতি।"[৩]

দৃশ্যগত, ভাষাগত, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে দৃশ্যকবিতাকে (visual poetry) নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, যেমন- দৃশ্যগত উপাদানভিত্তিক কবিতার অন্তর্গত - কংক্রিট কবিতা, আকার কবিতা, লিপিলেখ। কংক্রিট কবিতা (concrete poetry) জোর দেয় পৃষ্ঠাতে শব্দের দৃশ্যগত উপস্থাপনার উপর যা কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ বৃদ্ধি করতে ও তার যথাযথ প্রকাশে সাহায্য করে। কবিতার বিন্যাস এবং টাইপোগ্রাফি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আকার কবিতায় (shape poetry) কবিতার বিষয়বস্তু বা ভাবের সাথে সম্পর্কিত ধারণাটিকে একটি নির্দিষ্ট আকারে সাজানো হয়। লিপিলেখ (calligrammes) হল এক ধরনের কবিতা যেখানে লেখাটি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে কবিতার বিষয়বস্তু প্রতিফলিত হয় এবং চিত্র বা প্যাটার্ন তৈরি করে। ভাষাগত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে কবিতার দৃশ্যরূপকে দুভাবে দেখানো যেতে পারে, যথা- পরীক্ষামূলক কবিতা (experimental poetry) ও বহুভাষিক কবিতা (multilingual poetry)। প্রথমটিতে এমন সব কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ভাষা, বাক্যগঠন এবং শব্দার্থবিদ্যা নিয়ে নানা উদ্ভাবনী উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রায়শই গদ্য ও কবিতার মধ্যে থাকা সীমারেখা মুছে দেয়। বহুভাষিক কবিতাতে কবিরা বিভিন্ন ভাষাকে একটি কবিতার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং ভাষার মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়াকে দৃশ্যগতভাবে উপস্থাপন করে। কাঠামোগত উপাদানের (structural element) ওপর ভিত্তি করে প্রতিমাণ কবিতা (pattern poetry), কোলাজ কবিতা (collage poetry) তৈরি হয়েছে। প্রতিমাণ কবিতায় একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা নকশা অনুসরণ করে কবিতা লেখা হয়, যেমন কোনোটা ত্রিভুজ, কোনোটা বর্গাকার বা কোনোটা আবার সর্পিলাকার। কোলাজ কবিতায় বিভিন্ন উপাদান, যেমন- পাঠ্য (text), ছবি এবং অন্যান্য উপকরণ একত্রিত করে নতুন একটি কাব্যিক ধরণ তৈরি করা হয়। মাধ্যম ও উপস্থাপনাগত উপাদানভিত্তিক দৃশ্যকবিতার প্রকার হল- ডিজিটাল দৃশ্যকবিতা (digital visual poetry) ও মুদ্রিত দৃশ্যকবিতা (printed visual poetry)। ডিজিটাল মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য লেখা কবিতা যেগুলি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও ডিজিটাল আর্টের প্রদর্শনীতে প্রকাশ পায়, সেগুলি ডিজিটাল দৃশ্যকবিতার অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে বিশেষ জনপ্রিয়, দুষ্পাপ্য বা ঐতিহ্যবাহী যে দৃশ্যকবিতাগুলি বই, পত্রিকা বা স্বতন্ত্র মুদ্রণে প্রকাশিত হয়, তা হল মুদ্রিত দৃশ্যকবিতা।

এবার আমাদের ধারণাগঠন প্রক্রিয়ার সাথে কবিতার দৃশ্যরূপের সম্পর্ক কোথায় তা আলোচনা করব। দৃশ্যকবিতা (visual poetry) পড়ার ক্ষেত্রে তিনটি স্বতন্ত্র বিষয় কাজ করে। শুরুতেই দৃশ্যকবিতার যে অংশটি পাঠকের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল কবিতার গঠন বা নকশা। নকশাগুলি আপাত সরল বলে মনে হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ জটিলও হতে পারে। নকশা বা আকারটি চিনে নেওয়ার প্রক্রিয়াটিও অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে ঘটে। কোনো ব্যক্তি নিজের বিচারবুদ্ধি ও মননের উপর নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন সে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে কেবল মনে রাখে বা সংরক্ষণ করে না, বিষয়টির একটি মানসিক প্রতিচ্ছবিও সে নির্মাণ করে। এইভাবে শিখন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানগঠন প্রক্রিয়ার (cognition) সাথে যুক্ত থাকে মানুষের ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতা, যুক্তিপূর্ণ অনুধাবন, অনুভূতিময়তা, স্মৃতি, ভাষা, কল্পনা ও সৃজনশীলতাবোধ। সহজভাবে বললে জ্ঞানগঠন প্রক্রিয়া (cognition) হল - মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে তথ্য গ্রহণ করে সেটি নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন কিছু অর্থ তৈরি করে ও শেখে। ব্যক্তি যতই নতুন কিছু শিখতে থাকে ততই নতুন নতুন তথ্য তার মধ্যে সংগৃহীত হতে থাকে, যে প্রক্রিয়াকে মনোবিজ্ঞানী Bartlett স্কিমা (schema) বলে উল্লেখ করেছেন-

> "Schema' refers to an active organisation of past reactions, or of past experiences, which must always be supposed to be operating in any well-adapted organic response. That is, whenever there is any order or regularity of behaviour, a particular response is possible only because it is related to other similar responses which have been serially organised, yet which operate, not simply as individual members coming one after another, but as a unitary mass. … All incoming impulses of a certain kind, or mode, go together to build up an active, organise setting."[৪]

তিনি আরও বলেন যে, স্কিমা হল এমন এক ধরনের কার্যকলাপ যা ব্যক্তির আগ্রহ বা প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হয়। কেবল অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ বা ক্রমানুযায়ী তার পুনরুদ্রেকই নয়, বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে স্কিমা। স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনের মধ্যে যতই নতুন নতুন তথ্য, চিন্তা, ভাবের সংযোজন ঘটতে থাকে, ততই স্কিমার পরিবর্তন তথা সম্প্রসারণ হয়। স্কিমার এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে বলে 'আত্তীকরণ' (assimilation)। অনেকসময় নতুন তথ্য, চিন্তা বা ধারণা গ্রহণ করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে থাকে না। তখন আমরা সেইসব তথ্য বা ধারণাগুলিকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করে নিয়ে স্কিমার মধ্যে যুক্ত করি। যেমন, কোনো কঠিন ধারণা বুঝতে অসুবিধা হলে আমরা উদাহরণের সাহায্য নিয়ে তা বুঝে নিই। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'অন্তর্ভুক্তিকরণ' (accommodation)। লাইব্রেরিতে যেমন বই ক্যাটালগ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাজানো থাকে এবং আমরা আমাদের প্রয়োজনমতো সহজেই যে-কোনো বই ক্যাটালগ দেখে খুঁজে নিতে পারি, আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ধারণাগঠনের প্রক্রিয়াটিও সেইরকম সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

কবিতার ক্ষেত্রে দৃশ্যরূপটি যখন পাঠকের চোখে পড়ে তখন পাঠক একজন সক্রিয় দর্শক হিসাবে সবার আগে সেই লিখিত পাঠ্যের কাঠামোটি বোঝার চেষ্টা করে, যতটা সম্ভব দৃশ্যমান তথ্য চোখের দ্বারা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় সে করে। এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি তার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে ধারণা সংক্রান্ত ক্যাটালগ তৈরি করেছে, তার সাথে বর্তমানে যে তথ্য সে সংগ্রহ করছে অর্থাৎ কবিতার যে বিশেষ দৃশ্যরূপ তথা আকার বা গঠনটি তার চোখে প্রতিভাত হচ্ছে তার সংযোগ সাধিত হয়। লিখিত পাঠ্যের পাঠোদ্ধার করার আগে দৃশ্যগত উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করার কাজটিই প্রথমে ঘটে। Arnheim মন্তব্য করেছেন -

> "Perceiving accomplishes at the sensory level what in the realm of reasoning is known as understanding."[৫]

কবিতার দৃশ্যরূপ ও জ্ঞানগঠনপ্রক্রিয়ার সম্পর্কটিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যখ্যা করা যাক। পুষ্কর দাশগুপ্তের কবিতা 'ডাইনে বায়ে'। কবিতার ছত্রগুলিকে সাজানো হয়েছে একটার পর একটা, সিঁড়ির ধাপের মতো করে, যা বামদিক থেকে ডানদিক অথবা ডানদিক থেকে বামদিক - দুভাবেই পড়া যেতে পারে। কবিতাটি প্রথম দেখামাত্রই পাঠকের মনে ভিন্ন একধরনের অনুভূতি হতে বাধ্য। কবিতাটি এরকম –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চমকে উঠি
সামনে ছায়া
ডাইনে ঘুরে
পেছন ফিরে
বাঁয়ের পথে
আবার আলো
পথের দিকে
পেছন ফিরে
আবার দেখি
ডাইনে বাঁয়ে
আঁধার কেন

থামতে হবে[৬]
ওখানেই কি
পথের সীমা
ওই কি তবে
আঁধার কেন
হঠাৎ এত

ডাইনে বাঁয়ে
পথের আলো
আলোর দিকে
ডাইনে বাঁয়ে
ছায়ার পথে
পথটা ঘুরে
আবার কেন

ডাইনে বাঁয়ে
জমাট ছায়া
নিভছে আলো
এবং আলো
এবং ছায়া
সামনে আলো

('ডাইনে বাঁয়ে'/শব্দ শব্দ)

এই ভিজ্যুয়াল লেআউট মস্তিষ্ককে শুধু শব্দ নয়, আকৃতি পড়তেও বাধ্য করে। কবিতা পড়ার সাথে সাথে পাঠকও মনে করে- সে যেন আসলেই সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ধাপের পর ধাপ ক্রমশ অবতরণশীল হচ্ছে। এই ভাবেই পাঠকের মনে চিত্রগত ধারণাগঠনের (imagery cognition) বোধ জেগে ওঠে -

> "According to the model proposed by Kosslyn (1980), mental imagery is not simply a phenomenal experience, but a medium or a form of internal representation in which information about the visual appearance of physical objects can be depicted and manipulated in a ''visual buffer'' or working memory."[৭]

কবিতার বিষয়বস্তু এইরকম - 'ডাইনে' ও 'বাঁয়ে' শব্দদুটির দ্বারা জীবনের বৈপরীত্যকেই সূচিত করেছেন কবি। কবিতাকে সিঁড়ির ধাপের মতো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে জীবনের চলার পথটিকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। চলার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হয় না, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ দেয়। নিরন্তর সংগ্রাম ও অনন্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তবুও মানুষ আলোর সন্ধানী। আলো-ছায়ার এই দোলাচলতার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। জীবন মানেই আলোর দিকে যাত্রা। কিন্তু সেই পথে অন্ধকার ও প্রতিবন্ধকতা অবধারিত। কবিতায় কবি সামনে-পিছনে, আলো-ছায়া, পথচলা-থামা, আলো-আঁধার ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে চলার পথের ক্লেশ ও বৈপরীত্যকেই তুলে ধরেছেন। এই বৈপরীত্যগুলি পাঠকের মনে আবেগীয় দ্বন্দ্ব তৈরি করে। আশা বনাম হতাশার দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে অস্থিরতা আনে। আশা থেকে ইতিবাচকতা জন্ম নেয়। অন্যদিকে নেতিবাচক প্রক্ষোভগুলি থেকে জন্ম নেয় ভয়, হতাশার মতো নেতিবাচক অনুভূতি। এই দুই এর দ্বন্দ্ব আবেগীয় জ্ঞানগঠন প্রক্রিয়াকে (emotional cognition) সক্রিয় করে তোলে। কবিতায় ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দ পাঠকের মনে সংস্কৃতিগত দিকটিকে (cultural cognition) বুঝতে সাহায্য করে। বাংলা সাহিত্যে 'আলো' জ্ঞান, মুক্তি, মুক্তোবোধ এবং ছায়া বা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অন্ধকার দুঃখ, হতাশা, অনিশ্চয়তার প্রতীকে ব্যক্ত হয়, যা পাঠকের সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে সক্রিয় করে, কেননা এই প্রতীকগুলি পাঠকের মনের গভীরে আগে থেকেই প্রোথিত থাকে -

- আলো - কবিতার মূল গন্তব্য।
- ছায়া - জীবনের ভয়, প্রতিবন্ধকতা, অনিশ্চয়তার প্রতীক। পথের মাঝে ছায়া এলে মানুষের গতি থেমে যায়। ছায়া জীবনের অবধারিত সেই বাস্তবতা, যা ছাড়া আলোকে বোঝা যায় না।
- অন্ধকার - অন্ধকার হতাশাগ্রস্ত, দুঃখময় ও দিশেহারা জীবনের প্রতিচ্ছবি। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হলেও আশাবাদের কথা ঘোষণা করেছেন কবি। কবি দেখাচ্ছেন, অন্ধকার স্থায়ী নয়। অন্ধকার আসলে পরীক্ষা, যার পরেই আলো আসে।
- পথ - 'পথ' মানুষের জীবনযাত্রা। পথে যেমন আলো-অন্ধকার আসে, তেমনি সাফল্য-ব্যর্থতা, আশা-নিরাশা আসে। পথ মানেই চলা। এটিই এই কবিতার জীবন-দর্শন।
- থামতে হবে - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পাঠকের জন্য ছুঁড়ে দিয়েছেন - জীবনে কঠিন মুহূর্ত এলে সত্যিই থেমে যেতে হবে নাকি এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে?

'ডাইনে ঘুরে', 'সামনে ছায়া', 'পেছন ফিরে', 'বাঁয়ের পথে', 'পথের দিকে', 'পথটা ঘুরে' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের ব্যবহারে মনে হয় পাঠকও কবিতা পড়তে পড়তে মানসভ্রমণ করছেন, যা স্থানিক বোধের (spatial and motion cognition) অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এছাড়া এই শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি একধরনের অনুরণন (rhythmic pattern) তৈরি করে, যা মনে থাকে সহজে এবং ভাষাগত জ্ঞানগঠন প্রক্রিয়াকে (linguistic cognition) সক্রিয় করে।

জীবনের যাত্রাপথে এইসব বৈপরীত্যের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। চলার পথে সামনে ছায়া অর্থাৎ বাধা, ভয়, সংকট এসে পড়ে। সেই ভয় বা ছায়ার কারণে মানুষ প্রায়শই পিছন ফিরে তাকায়, আবারও নতুন দিক খোঁজে। এখানে মানুষের জীবনে ভয় ও দ্বিধার চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্ধকারের পর আবার আলো দেখা যায়। অতীত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আবার নতুন পথে আলো দেখে মানুষ সামনে এগোতে চায়। এখানে আলো মানে আশা, নতুন সম্ভাবনার বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। কবি প্রশ্ন করেছেন - অন্ধকারে এলে কি সত্যিই থেমে যেতে হবে? পথ কি শুধু এই পর্যন্তই? নাকি সামনে আলো আছে? এখানে হাল না ছাড়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ওই কি তবে/ পথের সীমা/ ওখানেই কি'- কবিতার এই শেষ ছত্রগুলির মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তি ও হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। মনে প্রশ্ন জেগেছে- কেন এত ছায়া? কেন এত বাধা? মানুষের মনে যখন দুই বা ততোধিক বিশ্বাস, ধারণা বা আচরণ নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তখন সে মানসিক অশান্তি বোধ করে। এই অবস্থাকে Leon Festinger ব্যাখ্যা করেছেন 'Cognitive Dissonance Theory'-তে। এই অস্বস্তি বা টানাপড়েন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যক্তি হয় নিজের অসামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তাকে বদলে ফেলে নতুবা নিজের আচরণের পরিবর্তন করে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, এমন কাজই সে করে অথবা দ্বন্দ্বটিকে ধীরে ধীরে গুরুত্ব দেওয়া কমিয়ে দেয়। 'A Theory of Cognitive Dissonance' গ্রন্থে তিনি বলছেন -

> "The basic hypotheses I wish to state are as follows :
>
> 1. The existence of dissonance, being psychologically uncomfortable, will motivate the person to try to reduce the dissonance and achieve consonance.
> 2. When dissonance is present, in addition to trying to reduce it, the person will actively avoid situations and information which would likely increase the dissonance."[৮]

কবিতাটি পড়তে পড়তে পাঠকের মস্তিষ্কে যখন একাধিক বৈপরীত্যমূলক উপাদানগুলি নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এবং পাঠক মনে করে শেষে কি শুধু ছায়াই থাকবে? কিন্তু কবি যখন বলেন 'পথটা ঘুরে/ আবার কেন/ সামনে আলো' তখন পাঠকের মন থেকে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির (Cognitive Dissonance) বিলোপন ঘটে। জীবন-পথে আলো-ছায়া মিশে আছে। ক্ষণিকের জন্য 'জমাট ছায়া' আলোকে ঢাকা দিয়ে ফেললেও ছায়া ভেদ করে আলোর প্রকাশ ঠিকই হয়। এখানে সেই জীবন-দ্বন্দ্বের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। সবশেষে কবি শেষ ছত্রে 'থামতে হবে' শব্দবন্ধকে স্থূল হরফে রেখেছেন। আধুনিক কবিতায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অনেকসময় বিশেষ কোনো শব্দ বা শব্দবন্ধকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে গিয়ে কবিরা এ-কাজ করেছেন, যাতে পাঠক সেখানে থেমে ভাবতে বাধ্য হন। অন্ধকার আসলে কি সত্যি আমাদের থেমে যেতে হবে?- এই প্রশ্নটাই কবি পাঠকের মনের মধ্যে জাগাতে চান। এই বোধ পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হলে পাঠকও তখন আলো-ছায়ার মধ্য দিয়ে পথ চলাকে জীবনের প্রতীক শুধু না ভেবে নিজেকেও সেই পথের একজন পথিক বলে মনে করে। এই আত্মসচেতনতা বোধ থেকেই গড়ে ওঠে মেটাকগনিশনের (metacognition) ধারণা। মেটাকগনিশন হল নিজের চিন্তাভাবনা, শেখার প্রক্রিয়া ও জ্ঞানীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। সচেতনতা হল মেটাকগনিশনের প্রধান দিক। কগনিশন যেটি জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া, সেই জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার কাজটি ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা, নিজের চিন্তনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা, শেখার সময় বা চিন্তাভাবনা করার সময় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা, মূল্যায়ন করা ও নিয়ন্ত্রণ করা, নিজের শেখা বা চিন্তাভাবনার মধ্যে দুর্বলতা কোথায় তা জেনে পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা – এই সবই মেটাকগনিশনের অন্তর্ভুক্ত -

> " 'Metacognition' essentially means cognition about cognition; that is, it refers to second order cognitions: thoughts about thoughts, knowledge about knowledge or reflections about actions. So if cognition involves perceiving, understanding, remembering, and so forth, then metacognition involves thinking about one's own perceiving, understanding, remembering, and so forth, then metacognition involves thinking about one's own perceiving, understanding, remembering, etc."[৯]

কবিতাটি পড়তে পড়তে পাঠক যখন কবিতার বিষয়বস্তু বা তার অন্তর্নিহিত অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং দৃশ্যরূপের সাথে বিষয়কে মিলিয়ে কবিতাটি পড়তে ও বুঝতে চেষ্টা করে, তখনই মেটাকগনিশন প্রক্রিয়াটি সফল হয়ে ওঠে।

কবিতা পড়ে না দেখে যদি দেখে পড়া হয় এবং তা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে বিষয়টি অন্যরকম দাঁড়ায়। কবিতার এই বিশেষ গঠন তথা দৃশ্যরূপ পাঠককে ভিন্ন স্বাদের কবিতাপাঠের আনন্দ দেয়। কবিতা পাঠের চলতি অভ্যাস ভেঙে যাওয়ায় চোখের, মনের আরামবোধ আসে। কিন্তু শুধুমাত্র আনন্দদানের মধ্যেই এই বিশেষ দৃশ্যরূপধর্মী কবিতার আবেদন ফুরিয়ে যায় তা নয়। কবিতার এই বিশেষ বিন্যাস ও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশেষ ভাব যখন পাঠকমনে সঞ্চারিত হয় তখন পাঠকও কবিতা পড়ার সাথে সাথে আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করেন। এভাবেই কবিতার দৃশ্যরূপ একজন সচেতন, সক্রিয় পাঠক তৈরি করে ও পাঠকের বৌদ্ধিক উৎকর্ষতার দিকটিকেও বিকশিত করে। এভাবেই গড়ে ওঠে কবিতার বিষয়, দৃশ্যরূপ ও ধারণাগঠন প্রক্রিয়ার আন্তঃসম্পর্ক।

Reference:

১. Abrams, M.H. Harpham, Geoffrey Galt (edited), A Glossary of Literary Terms, Cengage Learning, Delhi, 2015, Page. 63
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৩. শাশমল, পশুপতি (সংকলন ও সম্পাদনা : শাশমল, অতনু), প্রবন্ধ অষ্টাবিংশতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বইমেলা ২০১৭, পৃ. ৪৭
৪. Bartlett, Frederic C. (edited), Remembering : A Study in Experimental and Social Psychology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1932, Page. 201-202
৫. Bohn, Willard, Reading Visual Poetry, Fairleigh Dickinson University Press, United States of America, April 2013, Page. 15
৬. দাশগুপ্ত, পুষ্কর, কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৮৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭. Cornoldi, Cesare, McDaniel, Mark A. (edited), Imagery and Cognition, Springer-Verlag, United States of America, 1991, Page. 8
৮. Festinger, Leon, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press, United States of America, 1957, Page. 3
৯. Papaleontiou-Louca, Eleonora (edited), Metacognition and Theory of Mind, Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, 2008, Page. 1-2